ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মা হওয়ার প্রসঙ্গে যা বললেন দীপিকা

পৃঃ ৫

ভারতের পিচ নিয়ে আইসিসির নিরপেক্ষতা চান রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১০ ● কলকাতা ● ২৪ পৌষ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১০ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বাংলায় রক্তাক্ত ইডি, নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ঘটনায় এবার আরও চাপে রাজ্য সরকার। ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, এনফোর্সমেনট আধিকারিকাদের কেন আক্রান্ত হতে হল, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট চেয়েছে কেন্দ্র। গত শুক্রবার ওই ঘটনার পরই কেনদ্রীয় বাহিনী তথা সিআরপিএফ রিপোর্ট পাঠিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। এদিকে, সন্দেশখালির ঘটনায় ইডি এফআইআর দায়ের করেছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, এফআইআর -এ খুনের চেষ্টার অভিযোগের ধারা রাখেনি পুলিশ। এমনকি, FIR-র কপিও দেওয়া হয়নি।এছাড়া, ইডি-র সদর দফতরে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন আক্রান্ত ইডি অফিসাররা। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়েই আক্রান্ত হতে হয় ইডি-কে। মাথা ফাটে দুই আধিকারিকের। পরে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাঁদের।

গত শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে পৌঁছয় ইডি-র একটি টিম। রেশন দুর্নীতি মামলায় ওই অভিযান চালাচ্ছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। অভিযুক্ত বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগেই শেখ শাহজাহানকে খুঁজছিল ইডি। ওই দিন সকালে যখন অফিসাররা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে

এরপর ৩ পাতায়

গঙ্গাসাগর যাওয়ার ঝক্কি শেষ, তৈরি হবে সেতু! বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২ লক্ষেরও বেশি মানুষের বাস সাগরদ্বীপ এলাকায়। গঙ্গাসাগর মেলা ছাড়াও বছরের বিভিন্ন দিনে এখানে আসেন পুণ্যার্থীরা। তবে সাগরদ্বীপে যাতায়াতের অন্যতম বড় সমস্যা হল মুড়িগঙ্গা নদী। তাই স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক, সবারই দীর্ঘদিনের দাবি মুড়িগঙ্গা সেতুর উপর সেতুর।এই প্রজেক্টে আনুমানিক ১২ হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে।সেতুর ৪ কিলোমিটার এর মধ্যে আড়াই কিলোমিটার থাকবে নদীর উপরে।আরো দু' কিলোমিটার তৈরি হবে পার্শ্ববর্তী রাস্তা। ডিপিআর তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের একবার মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তুলোধোনা করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সাড়া না পাওয়ায় ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সোমবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখানে হেলিকপ্টার পরিষেবা আছে, কাকদ্বীপ লট ৮ জেটিঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, অসংখ্য কটেজ তৈরি করেছি আমরা। মুড়িগঙ্গা নদীতে সেতু তৈরি হয়ে গেলে বড় একটা কাজ হবে। এর জন্য অনেক টাকা দরকার। টাকার জন্য বহুবার চিঠি লিখেছে কেন্দ্রকে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সাড়া মেলেনি।"

এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু তৈরির আশ্বাস দেন। তবে একাধিকবার আশ্বাস মিললেও কাজ কিছুই হয়নি। তাই মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু আদৌ তৈরি হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যেই। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, চার লেনের সেতু তৈরির

এরপর ৩ পাতায়

'সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচন হয়নি বাংলাদেশে', অভিযোগ হাসিনার প্রত্যাবর্তনে 'অখুশি' আমেরিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ইউ টার্ন আমেরিকার ! সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ঢাকায় বসে মার্কিন প্রতিনিধিরা প্রশংসা করলেও রিপোর্টে হতাশাই প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে হয়নি। অনেক দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

আর বাস্তবে হল উলটোটাই। হাসিনার হুঁশিয়ারি উড়িয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন নিয়ে মার্কিন প্রতিনিধিরা ভিন্ন রিপোর্ট দিলেন। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ নির্বাচনে আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে। তবে নির্বাচন নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ এই যে নির্বাচন মোটেই সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি। আমাদের হতাশা যে সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি।' আমেরিকার এমন ইউ টার্ন নিয়ে জল্পনা ছিল আগেই। ঢাকায় বসে বিদেশি প্রতিনিধিরা যতই প্রশংসা করুন, নিজেদের দেশে তাঁরা ভিন্ন রিপোর্ট দিতে পারেন বলে অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা ছিল। বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে আমেরিকার 'অতিরিক্ত মাথাব্যথা' স্বভাবতই বাংলাদেশের বিরক্তির কারণ।এছাড়া বিরোধী দলের

এরপর ৩ পাতায়

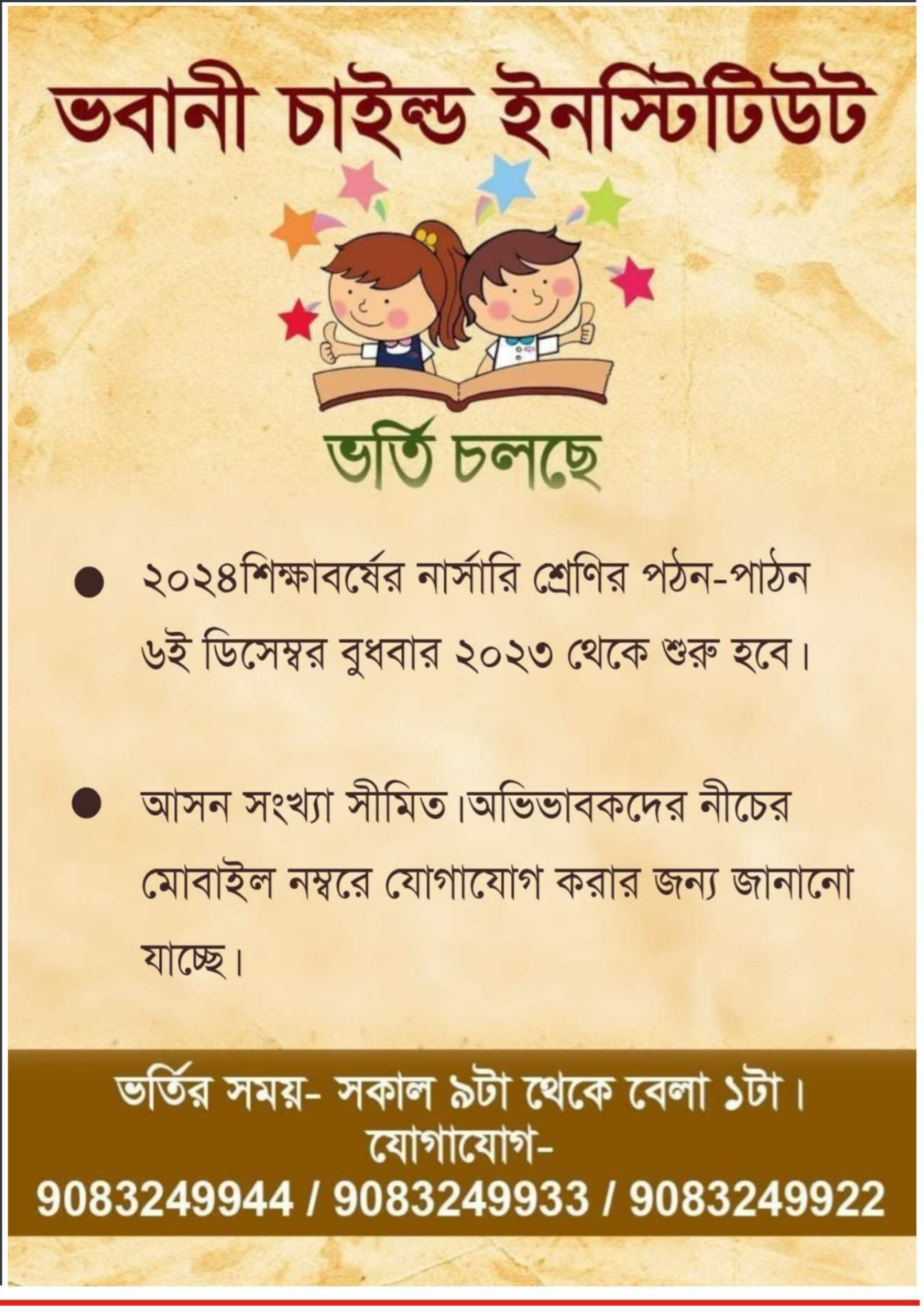

টোটো চালক যোগ দিলেন

বিজেপির শ্রমিক সংগঠনে

মালদা : নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়ন ছেড়ে এদিন প্রায় চার শতাধিক টোটো চালক যোগ দিলেন বিজেপির শ্রমিক সংগঠনে। বিজেপির ইউনিয়নে যোগ দেওয়া টোটো চালকদের হাতে বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের পতাকা তুলে দিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের জেলা সভাপতি অরুন সরকার, উত্তর মালদা ইনচার্জ অজয় গাঙ্গুলী, কনভেনার মিলন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন ক্ষতি হবে না। আগামী লোকসভা ভোটে ও এতে বিজেপির কোন লাভ হবে না। ভাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

সুন্দরবনে মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের উদ্যোগে

মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

নুরসেলিম লস্কর,বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : প্রত্যন্ত সুন্দরবনে ভারতের জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানের ফ্যান্স ক্লাব চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্রান্স ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিরাট আট দলের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর চোরাডাকাতিয়া গ্রামের কয়েকজন সবুজ মেরুন ভক্ত ২০১৮ সালে এই ফ্যান ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন, তাদের মাতৃ সমগ্র মোহনবাগানকে ভালোবেসে ও সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া জগতের নতুন পথ দেখাতে। সেই শুরু এবং সেই লক্ষ্যে আজও অবিচল রয়েছেন তারা। তাইতো আজ কয়েকজন থেকে ক্লাবের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

আর,তাই দুদিন ব্যাপী ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া তাদের ষষ্ঠ বর্ষের "বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা,বস্ত্র বিতরণ ও সংস্কৃতিকে অনুষ্ঠানের" প্রথম দিনে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ক্লাব সভাপতি সাবির হোসেন সেখ ও সম্পাদক, শরদিন্দু মাঝি। তারপর বর্তমানে রাজ্য তথা সমগ্র দেশের রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে তারা ক্যানিং মহাকুমা হসপিটালের সহযোগিতায় প্রথমে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। যে রক্তদান শিবিরে প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। সেই সঙ্গে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সূচিতে তবলা প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা সহ অঙ্কন প্রতিযোগিতার মতো নানান প্রতিযোগিতার ও আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। আর সুন্দরবনের মেরিনার্সদের আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা গুলিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগিরা অংশ নিয়েছিলেন। আর উক্ত প্রতিযোগিতা গুলির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার সহ একটি করে মানপত্রও তুলে দেওয়া হয় এদিন।

আর এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় ৮ দলের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় নদীয়া,মুর্শিদাবাদ,গঙ্গাসাগর সহ এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবল দলগুলি অংশগ্রহণ করেন। আর সোমবার সকাল দশটায় এই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বাসন্তীর জননেতা রাজা গাজি ও বাসন্তী ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরুন্নেসা মোল্লা। আর এই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয় গঙ্গাসাগর খাসরামকর স্পোর্টস এন্ড ক্যালচারাল একাডেমি ও তাড়দহ উইমেন্স ফুটবল একাডেমি।প্রথম অর্ধ গোল শুন্য থাকার পর দ্বিতীয় অর্ধে গঙ্গাসাগরের হয়ে গোল করেন সদ্য সমাপ্ত হওয়া কন্যাশ্রী কাপে ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা গঙ্গাসাগর দলের অধিনায়িকা সন্ধ্যা মাইতি। আর সন্ধ্যার করা ঐ এক মাত্র গোলে তাড়দহ কে এক -শুন্য গোলের ব্যাবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় গঙ্গাসাগর। এই প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোল দাতা ও এই প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার

এরপর ৩ পাতায়

শিশু সংসদের কাহিনী ও ভবিষ্যতের নতুন বার্তা

অরবিন্দ অধিকারী : নিউজ সারাদিন : "শিশু সংসদ দিচ্ছে ডাক নিরক্ষরতা নিপাত যাক।"
"শিশু সংসদ দিচ্ছে ডাক কুসংস্কার নিপাত যাক।"
" শিশু সংসদ বলছে সবে এসো সবাই স্কুলে স্কুলে।"
" শিশু সংসদ আছে বলে পড়াশুনার গুঞ্জন তোলে।"

এই শিশু সংসদের সূচনাকাল বহুদিন আগে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেতা নির্বাচন বা নেতা হওয়ার মানসিকতা বা দল পরিচালনা করার সামর্থ্য গড়ে তোলা,এটাও আধুনিক শিক্ষার একটি অঙ্গ বলে অনেকেই মনে করেন । ছাত্র জীবন থেকেই দল পরিচালনা, কঠিন মতামত এবং সামগ্রিকভাবে এগিয়ে চলার পথকে সুগম করে তোলে এই শিশু সংসদের মানসিকতা। শিশুর অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৯ এর পঞ্চম খন্ডের ২৯ এর উপধারার ২ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিশুদের সার্বিক বিকাশ (২ই) এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সাথে সাথে শিশু মিত্র বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে । শুধু লেখাপড়া নয়, বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজে পড়ুয়াদের অংশ গ্রহণ বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেক বেশি শিশু মিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে পড়ুয়ারা বিদ্যালয় পরিচালনায় বাইরের প্রভাব ও সম্পদের উপর নির্ভরতা তখন অনেক কমে যায়।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে শিশুদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে আরো সংগঠিত করে তুলতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু সংসদ গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও বিষয়টি শামিল করা হয়েছে।

গত এক সপ্তাহ(২---৮ জানুয়ারি) ধরে যে স্টুডেন্ট সপ্তাহ পালন করা চলছে তার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল এই শিশু সংসদ বা চাইল্ড ক্যাবিনেট বা অনেক ক্ষেত্রে চাইল্ড পার্লামেন্ট বলা হয়ে থাকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সংসদ গঠন করা হয়েছে সাড়ম্বর ভাবে । শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে শিশু সংসদ নির্বাচন করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও শিক্ষকদের মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে শিশু সংসদ পরিচালনার দায়িত্ব ভার দেয়া হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা দায়িত্ব নিতে দারুন উৎসাহী। কেউ বলছে আমি প্রধানমন্ত্রী হবো, কেউ বলছে আমি খাদ্যমন্ত্রী হবো, আবার কেউ বলছে আমি ক্রীড়ামন্ত্রী হবো। উপমন্ত্রীদের তালিকাও দীর্ঘ। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন জনের মধ্য থেকে উৎসাহ দেখা গেছে। বাকি অনেকে যারা মন্ত্রিত্ব পেল না তাদের একটু মনটা নিভে যাওয়ার মতো হলেও তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে পরের বছর তোমাদের সুযোগ রয়েছে। তাতে তারা খুশি।

শিশু সংসদ হলো এমন একটি মঞ্চ যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সর্বাঙ্গীর উন্নতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আনন্দমুখর বিদ্যালয় পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা ও নেতৃত্বসুলভ মনোভাব গড়ে ওঠে বিদ্যালয়ে। পরিচালন সমিতি ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম নিম্নলিখিত পাঁচজন মন্ত্রী কে নিয়ে শিশু সংস্কৃতি গঠিত হয়। (১) প্রধানমন্ত্রী(২) শিক্ষা ও পরিবেশমন্ত্রী (৩)স্বাস্থ্যমন্ত্রী (৪)খাদ্যমন্ত্রী (৫)ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কাজ:-

(১) সকল মন্ত্রীদের কাজ দেখাশুনা করা।

(২) নিয়মিত সভা করে নতুন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা ও তার বাস্তবায়নে উপযুক্ত প্রদক্ষেপ করা।

(৩) সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে প্রধান শিক্ষককে সহায়তা করা।

(৪) বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতি সদস্যদের সাহায্য নিয়ে ওই বিভাগের কাজ পরিচালনা করা।

ক্রীড়ামন্ত্রীর কাজ:-

(১) খেলাধুলার সরঞ্জাম ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা ও সবাই যাতে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

(২) বিদ্যালয়ে ক্রিয়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করা।

(৩) বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিবস যখন স্বাধীনতা দিবস রবীন্দ্রজয়ন্তী শিশু দিবস ইত্যাদির আয়োজন করা।

এরপর ৩ পাতায়

জলজীবন মিশন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ দেওয়ার জন্য

মানুষের কাছে অন্যায় ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে, তৃণমূলের ক্যাডার ঠিকাদাররা কাটমানি নিয়ে পার্টি অফিসে পৌছে দিচ্ছে অভিযোগ বিজেপির, পাল্টা বিজেপিকে তোপ তৃণমূল, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : এবার প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশন প্রকল্পে দুর্নীতির ছায়া। বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ।যা নিয়ে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর চাপে টাকা ফেরত দিল ঠিকাদারি সংস্থা। ঠিকাদাররা তৃণমূলের ক্যাডার তাই কাটমানি নিয়ে পার্টি অফিসে ভাগ পৌছে দিচ্ছে অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা সাফাই তৃণমূলের। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকাই জল জীবন মিশনের পাইপলাইন সংযোগ দেওয়ার নাম করে বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল খোদ ঠিকাদার এবং তার লোকজনদের বিরুদ্ধে। ঠিকাদারের এমন কাজ কর্মের বিরুদ্ধে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন সংযোগের কাজ বন্ধ করে দিয়ে ক্ষোভে সামিল হন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায়। যদিও এই ক্ষোভের পরেই ঠিকাদারের লোকজন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেন। এ ব্যাপারে ঠিকাদার কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরতে চান নি। ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট মিস্ত্রীরা টাকা নেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর জানিয়েছে জল জীবন মিশনের জন্য কারো কাছ থেকে কোন রকম টাকা নেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পানীয় জলের কানেকশন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। কেউ বা কারা এই ব্যাপারে টাকা তুললে, তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুরের রাধানগর গ্রামে বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইন সংযোগের জন্য জলজীবন মিশনের কাজ চলছিল। আর সেখানে বাড়িতে পাইপ লাইন দেওয়ার জন্য এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে ৪০০-৫০০ টাকা করে দাবি করেন ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারের মিস্ত্রি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। কেউ কেউ টাকাও দিয়ে দেন। খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপরেই তারা ক্ষোভে নেমে কাজ বন্ধ করে দেন। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ ঠিকাদাররা প্রত্যেকেই তৃণমূলের ক্যাডার।তারাই অন্যায্য ভাবে কাটমানি তুলছে।পাল্টা বিজেপির অভিযোগ কে উড়িয়ে তৃণমূলের দাবি কোন ঠিকাদার এই ধরনের কাজ করলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।কাটমানি নিলে সেটা বিজেপি নেবে তৃণমূল না।

৪০ লক্ষ টাকা অর্থাব্যয়ে রাস্তার

সূচনা করলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন

হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দকৃত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা অর্থাব্যয়ে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্র পুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরতপুর গ্রামের রশিদ এর বাড়ি থেকে সুকুরুদ্দিন এর বাড়ি পর্যন্ত ৩৫০ মিটার ঢালাই রাস্তার শুভ সূচনা করলেন রাজ্য সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য মর্জিনা খাতুন, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুশারফ হোসেন, যুব সভাপতি জিয়াউর রহমান, ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দল নেত্রী সুখী বেগম,সহ ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ।

উল্লেখ ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরতপুরের কোনো পাকা রাস্তা না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়তে হতো এলাকা বাসীদেরকে। বর্তমানে এই রাস্তার কাজের সূচনা হওয়ার পরে অনেক আনন্দে রয়েছেন এলাকাবাসী। এ রাস্তা হওয়ার ফলে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করেন এলাকাবাসি।

TENDER

TENDER NOTICE

E-Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 10/Rampara-I GP/2023-2024** With Vide **Memo No. - 05/Ram-I/15th CFC (Tied)/2023-24, Dated : 08-01-2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **27/01/2024 up to 11.00 AM Hours.** Interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

১-ম পাতার পর

'সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচন হয়নি বাংলাদেশে', অভিযোগ হাসিনার প্রত্যাবর্তনে অখুশি' আমেরিকার

বহু নেতা, কর্মী জেলবন্দি। তাও নির্বাচনী আবহে খুব একটা অভিপ্রেত বিষয় নয় বলে জানাচ্ছেন মার্কিন প্রতিনিধিরা। আর তাতে ফের খেপেছে হাসিনা প্রশাসন। রবিবার বাংলাদেশের দ্বাদশ সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফের ক্ষমতায় ফিরেছে আওয়ামি লিগ । এর পর সোমবার ঢাকার গণভবনে বিদেশি প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন হাসিনা। বলেছিলেন, 'বড় বড় দেশ অনেক কিছু বলতে পারে। আমরা ছোট দেশ। কিন্তু আমাদের দেশে সার্বভৌমত্ব রয়েছে। এই নির্বাচনে যা দেখেছেন, নিজেদের দেশে ফিরে সেটাই বলবেন।'

১-ম পাতার পর

বাংলায় রক্তাক্ত ইডি, নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব

সঙ্গে নিয়ে নেতার বাড়ির সামনে পৌঁছয়, তখন আচমকাই তাঁদের ওপর হামলা চালায় কিছু লোকজন। তাঁরা শেখ শাহজাহানের অনুগামী বলে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা।এই ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। প্রায় ৫ দিন কেটে যাওয়ার পরও শেখ শাহজাহান কেন অধরা, তা নিয়ে রাজ্য পুলিশকেই নিশানা করেছেন রাজ্যপাল। অর্থাত রাজ্যের দিকেই আঙুল উঠেছে প্রথম দিন থেকে। এদিকে, সোমবার রাতে কলকাতায় এসেছেন ইডি-র ডিরেক্টর রাহুল নবীন। মঙ্গলবার সকালেই ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

১-ম পাতার পর

গঙ্গাসাগর যাওয়ার ঝক্কি শেষ, তৈরি হবে সেতু! বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের

পরিকল্পনা রয়েছে কাকদ্বীপ থেকে সাগর পর্যন্ত মুড়িগঙ্গা নদীর উপরে।

এই প্রজেক্টে আনুমানিক ১২ হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে।সেতুর ৪ কিলোমিটার এর মধ্যে আড়াই কিলোমিটার থাকবে নদীর উপরে। আরো দু' কিলোমিটার তৈরি হবে পার্শ্ববর্তী রাস্তা। ডিপিআর তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, "প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলা এলেই সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে বিশেষ কিছুই হচ্ছে না। প্রতিবছর এই প্রতিশ্রুতি আর কতদিন চলবে?" মুখ্যমন্ত্রী সোমবার এই কথাই জানিয়েছেন সবাইকে। সব মিলিয়ে,এখন এই সেতুটি আছে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে।

প্রধানমন্ত্রী হরিহরণের গাওয়া ভজন "সবনে তুমহেঁ পুকারা শ্রী রাম জি"

সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী হরিহরণের গাওয়া ভজন "সবনে তুমহেঁ পুকারা শ্রী রাম জি" সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। গানটি রচনা করেছেন উদয় মজুমদার। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন: "হরিহরণ জি-র অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠে সজ্জিত রাম ভজন সকলকে প্রভু রামের প্রতি ভক্তিরসে লীন করেছে। আপনারাও অবশ্যই এই মনোগ্রাহী ভজন শুনে আনন্দ লাভ করুন।

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন

অযোধ্যা যাচ্ছেন না বিরোধী দলনেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। এই উপলক্ষে শুধু রামভূমিই নয়, প্রস্তুতি নিচ্ছে গোটা দেশ। প্রস্তুতি শুরু বিজেপিরও। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন এদিন যেন দেশজুড়ে অকাল দীপাবলি পালন করা হয়। এবার জানা যাচ্ছে, ২২ তারিখ অযোধ্যায় যাবেন না শুভেন্দু অধিকারী।ইতিমধ্যেই এই রাম মন্দির উদ্বোধনকে সামনে রেখে দফায় দফায় বঙ্গ বিজেপি শিবিরও তাদের পরিকল্পনা-প্রস্তুতি সারছে। একাধিক কর্মসূচি থাকছে তাদের তরফেও। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি যখন শহর, গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বালানোর কথা বলেছেন, তা যাতে পালন করা যায় তা নিয়ে ততপর বঙ্গ ব্রিগেড। এমনও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টেলিকাস্ট করা হতে পারে। মূল উদ্দেশ্য একটাই, যাতে প্রতিটা মানুষ এই 'মহোৎসব'-এ সামিল হতে পারে।সকালে নিজের বিধানসভা এলাকা নন্দীগ্রামে অনুষ্ঠানে থাকবেন তিনি। তারপরে কলকাতায় গিরিশ পার্কের রাম মন্দিরের পুজো অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

সেখান থেকে একটি মিছিল বের হবে। সেই মিছিলে অংশ নেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। সন্ধ্যায় টালিগঞ্জে রাম মন্দির সংক্রান্ত কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছেন রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি নেওয়ার জন্য। সেই নির্দেশমতোই এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচি নিচ্ছেন বিজেপি বিধায়করা।

বসুন্ধরা সেক্টর ১১ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের কাছ থেকে গাড়ি ও মোবাইল লুট

গাজিয়াবাদ, ৯ জানুয়ারী, ২০২৪, (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার বসুন্ধরা সেক্টর ১১-এর এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের কাছ থেকে দুষ্কৃতীরা একটি গাড়ি এবং মোবাইল লুট করেছে।

এই বিষয়ে ইন্দিরাপুরম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ভিকটিম ছাত্র সম্ভাব সিরোহি। রবিবার গভীর রাত ৮টার দিকে জনবহুল এলাকা পরশুরাম চকে এ ঘটনা ঘটে। সহপাঠীদের রেখে শিক্ষার্থীরা তাদের গাড়িতে বসার সাথে সাথে সামনের সিটে দুপাশ থেকে অপরাধীরা গাড়িতে ঢুকে ছাত্রকে ধরে ফেলে এবং গাড়ির সামনে একজন অপরাধী দাঁড়িয়ে থাকে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে ছুড়ে ফেলে গাড়িটি কেড়ে নেওয়া হয়। ওই ছাত্রের মোবাইলও গাড়িতে ছিল। সাদা রঙের Honda Amaze গাড়িটির নম্বর UP 14 EH 3586। ভুক্তভোগী ছাত্রের ভাষ্যমতে, এ ঘটনার সময় আসামিরা তাকে গুলি করার হুমকিও দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, এই দিনগুলোতে এই এলাকায় দুর্বৃত্তরা নাশকতা সৃষ্টি করছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।তবে গত ১৬ ডিসেম্বর একই এলাকার এক নারীর কাছ থেকে মঙ্গলসূত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৈশালী এলাকায় সংঘটিত ডাকাতি মামলায়ও সে জড়িত ছিল।

ইন্দিরাপুরমের এসিপি স্বাধীন কুমার সিং-এর মতে, ডাকাতির পরিকল্পনাকারী তিন দুষ্কৃতীকেও এলিভেটেড রোডের নিচ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা লোহা ভর্তি একটি গাড়ি ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল।

একজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক বলেছেন যে এই অঞ্চলটি অপরাধের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবেদনশীল কারণ নয়ডার খোদা কলোনি এবং দিল্লির কিছু সংবেদনশীল এলাকা এর সাথে সংযুক্ত। যেখানে সোমবার নয়ডা, গাজিয়াবাদ এবং দিল্লি পুলিশের দল যৌথভাবে দুষ্কৃতীদের ধরতে অপারেশন প্রহর শুরু করে এবং ২৮টি স্থানে অভিযান চালায়। এলএস

বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক পন্ডিত হরিরাম দ্বিবেদীর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক পন্ডিত হরিরাম দ্বিবেদীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শ্রী মোদী বলেছেন, অঙ্গনাইয়া ও জীবনদায়িনী গঙ্গার মতো কবিতা সংগ্রহ সহ তাঁর অন্য নানা রচনা আমাদের সঙ্গে চিরদিন থেকে যাবে। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন: "কাশী নিবাসী বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যকার পন্ডিত হরিরাম দ্বিবেদীর প্রয়াণে আমি শোকাহত। অঙ্গনাইয়া ও জীবনদায়িনী গঙ্গার মতো কবিতা সংগ্রহ সহ তাঁর অন্য নানা রচনা আমাদের সঙ্গে থেকে যাবে। প্রার্থনা করি ঈশ্বরের চরণে তিনি যেন স্থান পান।"

প্রবাসী ভারতীয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়দের সাফল্য ও অবদানের কথা স্বীকার করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন: "প্রবাসী ভারতীয় দিবসে শুভেচ্ছা জানাই। দিনটিতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভারতীয়দের সাফল্য এবং অবদানকে উদযাপন করা হয়। আমাদের সমৃদ্ধ, ঐতিহ্য রক্ষায় এবং বিশ্ব মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে তাঁদের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশ্বজুড়ে ভারতীয় ভাবধারা এবং বৈচির্ত্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা বহন করছেন তাঁরা।"

২ পাতার পর

সুন্দরবনে মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের উদ্যোগে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

সহ ফাইনাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ও তিনি নির্বাচিত হন।এরপর চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে স্বর্গীয় মাখন চন্দ্র মন্ডল স্মৃতি ট্রফি সহ নগদ বারো হাজার টাকা তুলে দেন বাসন্তী বিধায়ক শ্যামল মন্ডল ও বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা মনীষা ঘোরামি সেই সঙ্গে রানার্স দল তাড়দহ উইমেন্স ফুটবল একাডেমির হাতে স্বর্গীয় আমিয় গিরি স্মৃতি ট্রফি সহ নগদ দশ হাজার টাকা তুলে দেন ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক গৌতম মাইতি ও সহ সভাপতি আসিফ লস্কর। আর এছাড়াও এদিনের এই মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ রঞ্জন বসু ও প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য সহ সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা, সুন্দরবনের বিশ্বজয়ী, বিশ্ব পরিব্রাজক সোমেন দেবনাথ ও আরো বিশিষ্ট অতিথিগণ। আর দু-দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া অনুষ্ঠান ক্লাব সহ ক্রীড়া সম্পাদক স্বপন জানার নেতৃত্বে ক্লাবের যুব সভাপতি প্রিয়তি মাইতি, যুব সম্পাদক এরশাদ হোসেন শেখ সহ ক্লাব সদস্য সৌভিক মন্ডল, বিল্টু সরদার, বিক্রম মন্ডল, আকাশ মাইতি, উজ্জ্বল মন্ডলরা সহ সমস্ত সদস্য,সদস্যা পরিচালনা করেন।

২ পাতার পর

শিশু সংসদের কাহিনী ও ভবিষ্যতের নতুন বার্তা

(৪) গ্রাম শিক্ষা সমিতি ও মাতা শিক্ষা সমিতি, অভিভাবক এবং পড়ুয়াদের তাতে শামিল করার কাজে সহায়তা করা।

খাদ্যমন্ত্রীর কাজ:-

(১) রান্নাঘর ও মিড ডে মিল খাওয়ার জায়গাতে যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিশেষ সক্রিয় হওয়া।

(২) হাত ধোয়ার জন্য মিড ডে মিল খাওয়ার জায়গাতে জল ও সাবানের বন্দোবস্ত করা।

(৩) মিড ডে মিলের মেনু তালিকা তৈরি করতে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান শিক্ষককে সহায়তা করা।

(৪) সর্বোপরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিড ডে মিল পরিচালনার কাজে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করা।

শিক্ষামন্ত্রীর কাজ:-

(১) বইখাতা সঠিক সংরক্ষণও ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা দেখা।

(২) বিদ্যালয়ের বাগানের পরিচর্যা করা।

(৩) বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজ:-

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি পালিত হচ্ছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখা।

(২) প্রার্থনার পর স্বাস্থ্য বিধান গানটি ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখা।

(৩) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী যাতে পরিস্কার-পরিচছন্ন হয়ে বিদ্যালয়ে আসে তা লক্ষ্য রাখা।

(৪) স্বাস্থ্যবিধি মেনে মধ্যাহ্নভোজন কর্মসূচি পালন হচ্ছে কিনা তা প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করা।

বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান সুবিধা গুলির নির্মাণে শেষ কথা নহে। এগুলির যথাযথ ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ।শিশু সংসদ বিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়াদের একটি সংগঠনিক হিসেবে কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিশু সংসদে পড়ুয়াদের ভিতর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় কেবল নয়, বিদ্যালয়ের উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ফেস্টুন, ব্যানার ,জাতীয় পতাকা, লোগো ইত্যাদি নিয়ে শিশু সংসদের অনুষ্ঠান বেশ ভালোভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিন বদলেছে ....শিশুদের মধ্যেই রয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। সেই শিখার আগুন থেকেই তারা জ্বালিয়ে তুলবে জ্ঞানের আলো। চতুর্দিকে রাঙিয়ে তুলবে স্বাক্ষরতার উজ্জ্বলতাকে। নিভিয়ে দেবে নিরক্ষরতার অভিশাপকে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০১০ সংখ্যা ১০ জানুয়ারী, ২০২৪ বুধবার ২৪ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মিথ্যা আর অপপ্রচার বললেন মমতা

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কার্যত সন্তোষজনকই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলপড়ুয়াদের এক অনুষ্ঠানে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টায় ইচ্ছা করে 'অসত্য' তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে।কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের এ দিনই উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ওই ডিভিশনের জন্য পৃথক চন্দনেশ্বর, উত্তর কাশীপুর এবং পোলেরহাট থানার উদ্বোধন হয়েছে। ভাঙড় ডিভিশনের জন্য পৃথক ট্রাফিক গার্ডও চালু করা হয়েছে এ দিন। মমতা বলেন, "ভাঙড় নতুন ডিভিশন হল কলকাতা পুলিশের অধীনে। খেয়াদা-১ এবং ২ এলাকাকেও এই ডিভিশনের অধীনে নিতে হবে। অনেকে নানা রকম কাজকর্ম করছে। দ্রুত এই পদক্ষেপ করতে হবে, যাতে আর কেউ সেই সুযোগ না পায়।"ঘটনাচক্রে, এ দিনই রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল।তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েই চড়া সুরে আক্রমণ করেছেন শাসক পক্ষকে। তাঁর মন্তব্য, "রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। এখানে জঙ্গল-রাজ চলছে। তবে বেশি দিন এটা চলবে না। মানুষ জাগবে এবং এই রাজ্যে পরিবর্তন হবেই।"

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, "অনেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অনেক কুকথা বলে। মিথ্যা এবং অপপ্রচার করে। আমাকে কেউ গালি দিক, গায়ে লাগবে না। কিন্তু বাংলাকে গালাগালি দিলে বা নিচু করতে চাইলে আপত্তি রয়েছে।" মমতার সংযোজন, "দেশের মধ্যে শ্রীরামপুর থানা সেরা থানা হিসেবে ঘোষণা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা ভাল না হলে এই জায়গাটা কী করে হবে! কলকাতা নিরাপদতম জায়গা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। কী করে হল!"প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই অবশ্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং সাংবাদিকদের উপরে দুষ্কৃতীদের মারধরের ঘটনার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় ৭২ ঘণ্টা। তা নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ মহল এখনও নিরুত্তর। মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানও বেপাত্তা। তবে সেই ঘটনার কোনও আঁচ এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, "আমি পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই, ২০২১ সালের ২ মে'র পর থেকে অনেকগুলো রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাদে আর একটা রাজ্য দেখান তো যেখানে ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস হয়েছে! পশ্চিমবঙ্গে শুধু পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৫ জন মানুষ খুন হয়েছেন।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কেমন, সকলে দেখতেই পাচ্ছে। বগটুই বা সন্দেশখালির থানা যে পুরস্কার পায়নি, এটাই বড় ব্যাপার!"সন্দেশখালির ঘটনার পরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই ইডি-র উপরে চাপ বাড়ানোরও কৌশল নিয়েছে শাসক দল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সোমবার অভিযোগ করেছেন, "বিজেপির প্ররোচনা ও উত্তেজনা তৈরির রাজনীতির পরিণাম সে দিনের সেই ঘটনা। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। কিন্তু সে দিনের তদন্তকারী আধিকারিকদের মধ্যে অন্যতম ইডি-র সহকারী অধিকর্তা রাজ কুমার রাম। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই।' কুণালের প্রশ্ন, 'দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত আধিকারিক কী করে তদন্তকারী দলে আছেন? কী করে দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে বাঁশ নিয়ে তালা ভাঙছেন?" বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পাল্টা বলেন, সিবিআই কী অভিযোগ করেছে, সেটা আলাদা বিষয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের বহু নেতার নামে সিবিআইয়ের অভিযোগ আছে। তা হলে বাংলার মানুষ তাঁদের পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিক!'

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মূল গ্রন্থের বাণী পালন কর। জীবন ছন্দময় কর। স্বচ্ছন্দে থাক।' তাই সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও।সরস্বতী শব্দের দুই অর্থ - একটি ত্রিলোক্য ব্যাপিনী সূর্যাগ্নি, অন্যটি নদী। সরস্‌ + বতী = সরস্বতী, অর্থ জ্যোতির্ময়ী। আবার সৃ ধাতু নিস্পন্ন করে সর শব্দের অর্থ জল। অর্থাৎ যাতে জল আছে তাই সরস্বতী। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গার সঙ্গে সাগর রাজের মিলন ঘটান কপিলমুনি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

প্রাজ্ঞ কপিল বলেছিলেন: জগতে প্রত্যেক প্রাণি দুঃখভোগ করে। তিনি আরও বলছেন যে, 'প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ।' সাংখ্য দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'দুঃখ নিবৃত্তি' অর্থাৎ মানুষের জীবনে দুঃখের অবসান ঘটাতে হবে।সে দুঃখ অবসান ঘটাতে গিয়ে, তিনি সংখ্যা দর্শন উল্লেখ করেছিলেন এই বিশ্ব তার রূপ আর মহিমা কথা।তিনি আস্তিক না নাস্তিক এসব বিষয়ে বলাটা বড় দায়ী ছিল। তবে কপিলের মতে সমস্ত জগৎ প্রকৃতি (জড় প্রকৃতি) হইতে উদ্ভূত। পরমাত্মা ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। তিনি সৃষ্টি করেন না, দ্রষ্টা মাত্র। মানবের কর্ম্মফলানুসারে আত্মা দেহান্তর আশ্রয় করে। কর্ম্মক্ষয়ে দেহান্তরে প্রবেশ করে না, পৃথক অবস্থান করে। কপিলের মতে বস্তু মাত্রই সৎ, সৎ হইতে সতের উৎপত্তি। বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে বীজের ধ্বংস হয় বটে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। বীজের অবয়ব বর্ত্তমান থাকে এই ভাবভূত অবয়ব হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। কপিলের মতে দুঃখ ত্রিবিধ-আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও অধিদৈবিক। বাতপিত্তাদির বৈষম্যনিবন্ধন শারীরিক এবং ক্রোধাদিজনিত মানসিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। মনুষ্য-পশ্বাদি হইতে জাত দুঃখ আধিভৌতিক এবং যক্ষ, পিশাচাদি হইতে অথবা ভূমিকম্পাদি প্রভৃতি হইতে জাত দুঃখকে অধিদৈবিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। এই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান লাভ। সাংখ্য মতে জগৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যক্ত শব্দে প্রতীয়মান জগৎ এবং অব্যক্ত শব্দে প্রকৃতি বুঝায়। সাংখ্য মতে জগৎ সত্য কিন্তু ক্ষণিক। বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা। বৈদান্তিক মতে রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র। ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন,- সর্পের স্থানে যেমন রজ্জু, আছে, তদ্রূপ সংসার স্থানে একটা কিছু থাকা চাই এবং ইহাই প্রকৃতি। (২) অগ্নিপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে শিল্প শাস্ত্রকার এক কপিলের উল্লেখ আছে। (৩) কাশ্মীরপতি হর্ষদেব (১০৮৯-১১০২ খ্রীঃ) লোহর প্রদেশের সামন্ত নরপতি উদয়সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ক্ষেমের পৌত্র কপিলকে লোহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উচ্চল কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করিবার উদ্যোগী হইলে, কপিল উচ্চলের সৈন্যদলকে বাধা দিতে যাইয়া পরাজিত হন। পরে বিদ্রোহী গর্গের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এসব কথা আজ ইতিহাস, তানার কর্মই আজও চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত চিরন্তন সত্য।আটটি সত্যটাকে আমরা অস্বীকার করি বারাবার, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।মানুষের সঠিক কর্ম তার ঈশ্বর প্রাপ্তির যোগ শুরু হয়ে যায় তার অজান্তে। তেমনি ইতিহাস সাগর দ্বীপের কপিল মুনির আশ্রম বা মন্দির কত কালের? কেউ বলেন ভগীরথের গঙ্গার আনয়নের পূর্বে সাগরতীর্থ বা মন্দির বর্তমান ছিল, কেউ বলেন তা নয়। এসব কত কালের ঘটনা তার একটা হিসেব করতে পারা যায়।যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সূর্যবংশীয় রাজা বৃহদবল নিহত হয়েছিলেন। ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষ। উভয়ের মধ্যে ৫২ পুরুষের ব্যবধান। ৫৩ পুরুষে ১৩০০ বছর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দে। অতএব ভগীরথ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৪১ অব্দে ছিলেন। এই সময়ে কপিল মুনির আশ্রম ছিল। সেই সময়ে তৎকালীন রাজা মাধব বিশাল বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কোথায় ছিল এই মন্দির তাঁর হদিশ আজ জানা যায় না।হিউল ও বার্নেলের 'হবসন রবসন'-এ দেখা যায়- হেজেস নামে এক নাবিক ১৬৮৩ সালে প্যাগোডা বা মন্দির দেখেছিলেন। অর্থাৎ, তখনও মাধব মন্দির ছিল। পণ্ডিত জগন্নাথ পঞ্চাননের পিতৃব্য ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার সংস্কৃতে 'তীর্থসার' নামে একটি পুঁথি লেখেন। পুঁথিটি লেখা হয় ১৭২৯-৩০ খ্রিষ্টাব্দে। গঙ্গাসাগর তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি শ্বেত দ্বীপের রাজা মাধব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাধব মূর্তির কথা বলেছেন। বলেছেন কপিল মুনির বিগ্রহের কথাও। যোড়শ শতকের প্রাচীন পুঁথির তীর্থতত্ত্বপ্রদায়িনীতে কপিল মুনির মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। সেই মন্দির আজ অবস্থিত ৫৮০ বর্গ কিমি জুড়ে সাগরদ্বীপ অঞ্চল। সাগরদ্বীপ কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যদিও স্থানটি কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। প্রথমে বাসে করে কাকদ্বীপে পৌঁছে, লঞ্চে মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কচুবেড়িয়ায় পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে বাসে ৩০ কিলোমিটার গেলে পৌঁছনো যাবে সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে। এ ছাড়া নামখানা দিয়েও যাওয়া যায় গঙ্গাসাগর কপিল মুনির আশ্রম। গঙ্গাসাগর মেলা দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু মেলা (কুম্ভমেলার পরে)। সাগর দ্বীপের দক্ষিণে হুগলি নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হচ্ছে। এই স্থানটি হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থ। তাই প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিন এখানে বহু লোক তীর্থস্নান করতে আসেন; তবে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত অবাঙালি পুণ্যার্থীদের ভিড়ই হয় সর্বাধিক।তবে অন্য এক ইতিহাস বলছে - ৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে রানি সত্যভামা প্রথম কপিল মুনির মন্দির তৈরি করেন। সেই মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে আবার এখানে মন্দির তৈরি হয়। এর পরে প্রায় ছ'বার ছটি মন্দির বিলীন হয়ে যায় সমুদ্র গর্ভে। বর্তমান মন্দিরটি আদি মন্দির স্থল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৩৮০-৮১ (ইং ১৯৭৩-৭৪) বঙ্গাব্দে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এটি তৈরি করেন অযোধ্যার হনুমান গড়ি মঠের মোহান্ত রামদাসজি মহারাজ। কথিত মেদিনীপুরের এক রাজা যদুরাম কিছু পশ্চিমি ব্রাহ্মণকে সাগরদ্বীপে এনে দেখা শোনার ভার দিয়েছিলেন। যেহেতু রাজা সগর, ভগীরথ এঁরা সূর্যবংশের রাজা ছিলেন। তাই সূর্যবংশের পরবর্তী প্রজন্ম অযোধ্যা হনুমানগড়ির মোহান্ত সীতারাম দাসকেই রাজা যদুরাম পুরোহিত নিযুক্ত করেন। সেই থেকে মন্দিরের মালিক তাঁরাই। কপিলমুনি আসলেকে ছিল তার ইতিহাস অনেকের কাছে অজানা।কপিল মুনি ছিলেন একজন বৈদিক ঋষি। তাঁকে সাংখ্য দর্শনের অন্যতম প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। ভাবত পুরাণে তাঁর সাংখ্য দর্শনের আস্তিক্যবাদ ধারাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তিনি ব্রহ্মার পৌত্র মনুর বংশধর। ভগবদ গীতায় কপিল মুনিকে সিদ্ধযোগী বলে উল্লেখ করা হয়ে। ভাগবত পুরাণে তৃতীয় স্কন্দে কপিলের জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে তাঁকে কর্দম মুনি ও দেবাহুতির পুত্র বলা হয়ে। তিনি সতী অনুসূয়ার ভ্রাতা এবং গুরু। স্বর্গের নদী গঙ্গার মর্ত্যে কাহিনীতে কপিল একজন প্রধান চরিত্র। রামের পূর্ব পুরুষ সগর ৯৯ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। শততম যজ্ঞের সময় দেবরাজ ইন্দ্র ইর্ষান্বিত হয়ে যজ্ঞের ঘোড়াটি অপহরণ করে কপিলের আশ্রমে রেখে গেলেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র ঘোড়াটিকে খুঁজতে বের হলেন। তাঁরা কপিলকে চোর অপবাদ দিলে কপিল তাঁদেরকে ভস্ম করে দিলেন। সগরের পৌত্র অংশুমান কপিলের কাছে এসে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। কপিল বললেন, স্বর্গের নদী গঙ্গা নেমে এসে তাঁদের স্পর্শ করলে তবেই তাঁরা প্রাণ ফিরে পাবেন। পরে সগরের বংশধর ভগীরথ তপস্যা করে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। সেই কপিল মুনির মন্দিরকে ঘিরে গঙ্গা সাগরে প্রতি বছর গঙ্গা সাগর স্নান সহ পুজোরতি করা হয়ে থাকে।অন্যদিকে কপিলমুনির আশ্রম নিয়ে নানা মত বিরোধ আছে গবেষকদের।তবে কিছু গবেষকদের মতে এখানে সাংখ্যদর্শনের আদি-প্রবক্তা কপিলমুনির আশ্রম ছিল। একদা কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হন এবং তাঁদের আত্মা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সগরের পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসে সগরপুত্রদের ভস্মাবশেষ ধুয়ে ফেলেন এবং তাঁদের আত্মাকে মুক্ত করে দেন । মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অংশে গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা বলা হয়েছে। পালবংশের রাজা দেবপালের একটি লিপিতে তাঁর গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্মানুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে। লোক-কাহিনী অনুযায়ী এখানে কপিল মুনির একটি আশ্রম ছিল। একসময় সেটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা নতুন আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে তাঁর ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মকরসংক্রান্তি বা পৌষ-সংক্রান্তির পুণ্যতীথিতে লাখো লাখো লোকের সমাগম ঘটে এই সঙ্গমে। পুণ্যার্থীরা গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থলে স্নান করে পুণ্যার্জন করতে এখানে আসেন তারপর তাঁরা কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেন। এই বৃহৎ মেলার কথা রামায়ণ, মহাভারত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সর্বত্রই স্থান করে নিয়েছে এই গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা । এছাড়া বহু হিন্দু পুরাণেও গঙ্গাসাগর তীর্থের উল্লেখ আছে। এই সমাগমকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিরাট মেলা যার নাম গঙ্গাসাগর-মেলা।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

কারিনার বিপরীতে 'কেজিএফ' খ্যাত ইয়াশ?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় অভিনেত্রী কারিনা কাপুরের ভাগ্যচক্র অনেকটা খুলে গেছে। গত বছরের 'জানে জান' সিরিজের সুবাদে দর্শক অনুরাগীদের নজর কাড়ার পাশাপাশি সমালোচকদের পক্ষেও দারুণ প্রশংসিত হয়েছে তার অভিনয়। তার পরই কারিনার ঝুলিতে এসেছে 'দ্য বাকিংহাম মার্ডারস'র মতো থ্রিলার সিনেমা। যেখানে গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।

এবার শোনা গেল, বিগ বাজেটের দক্ষিণী সিনেমার মুখ্য চরিত্রে থাকছেন কারিনা কাপুর।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, 'টক্সিক' নামে এক দক্ষিণী ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে কারিনাকে। 'কেজিএফ' স্টার ইয়াশের বিপরীতে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি। প্রাথমিক পর্যায়ে কথাবার্তা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত। এবার শুটিং ফ্লোরে যাওয়ার পালা। 'টক্সিক'র সুবাদেই দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে হেভিওয়েট এন্ট্রি হতে চলেছে কারিনা কাপুরের।

বলিউডে দুই দশক কাটিয়ে ফেললেও তেইশ সাল অবধি 'পুহ' কিংবা 'গীত' চরিত্রের জন্যই কারিনা কাপুরকে মনে রেখেছেন দর্শকরা। তবে খেলা ঘোরালো চলতি বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'জানে জান'। সিঙ্গেল মাদারের ভূমিকায় বিজয় ভার্মা, জয়দীপ আহলাতের মতো দাপুটে অভিনেতাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নজর কেড়েছেন কারিনা।

২০২২ সালে আমির খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'লাল সিং চাড্ডা' এনেছিলেন ঠিকই। কিন্তু ফ্লপ সেই সিনেমাতে কারিনাকে নিয়ে মোটেই হইচই হয়নি। বরং সমস্ত লাইমলাইট কেড়েছিলেন আমির খান। তবে ২০২৩ সালে 'জানে জান'র দৌলতে নজরকাড়া প্রত্যাবর্তন কারিনা কাপুরের।

মা হওয়ার প্রসঙ্গে যা বললেন দীপিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিয়ের আগে বছর ৬ বছরের প্রেম। ২০১৫ সালে গোপনে আংটিবদল। ২০১৮ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ও বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। বিগত কয়েক বছরে আলিয়া ভাট-রণবীর কাপুর, সোনম কাপুর, স্বরা ভাস্কর থেকে অনেক তারকা বিয়ের পর সন্তান নিয়েছেন। কিন্তু দীপিকা ও রণবীরের সংসারে নতুন অতিথির খবর জানা যায়নি। এবার নিজেদের পরিবারে নতুন সদস্যকে স্বাগত জানানোর কথা বললেন দীপিকা নিজেই। অর্থাৎ মা হতে চান তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ইচ্ছা এ কথা প্রকাশ করেছেন বলিউড অভিনেত্রী। দীপিকার বলেন, 'রণবীর আর আমি বাচ্চাদের খুব ভালবাসি। আমরা অপেক্ষা করছি যেদিন আমরা নিজেদের পরিবারে নতুন অতিথিকে নিয়ে আসতে পারব।'

দীপিকার মতে, 'আমাদের পেশায়, খ্যাতি ও যশের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। তবে আমার পরিবারের কোনও সদস্যই বাড়িতে আমাকে তারকা বলে মনে করেন না। আমি ও রণবীর আমাদের সন্তানের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে চাই।'

সঞ্জয় লীলা বনশালির 'গোলিয়োঁ কি রাসলীলা রাম-লীলা' ছবির সেটে একে অপরের প্রেমে পড়েন রণবীর ও দীপিকা। তার পরে প্রায় ছ'বছরের সম্পর্ক। ২০১৮ সালে সাত পাক ঘোরেন যুগল। এখন অপেক্ষা শুধু সন্তানের।

সুস্থ হওয়ার পরে যা বললেন শ্রেয়স

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি হৃদরোগে গুরুতর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন 'ওম শান্তি ওম' খ্যাত বলিউড তারকা শ্রেয়স তলপড়ে। তারপর তার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন এ তারকা।

তার স্ত্রী দীপ্তি ইনস্টাগ্রামে শ্রেয়সের সুস্থতার খবর সবাইকে জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এবার সুস্থ হওয়ার পর প্রথম মুখ খুললেন শ্রেয়স তলপড়ে। তিনি জানালেন, স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা মোটেই উচিত নয়।

এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেন, 'আমি এর আগে কখনো হাসপাতালে ভর্তি হইনি। একটু ফ্রাকচারের জন্যেও না। জীবনে এ প্রথম হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো আমাকে। এ অভিজ্ঞতা প্রথম হলো। তাই নিজের স্বাস্থ্যকে কখনো অবহেলা করবেন না। জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়। আর এই ধরনের অভিজ্ঞতা আপনার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই আমূল বদলে দেবে'।

শ্রেয়স আরও বলেন, 'বিগত ২৮ বছর ধরে আমি নিজের ক্যারিয়ারের প্রতি মন দিয়েছিলাম। আর এতটাই ডুবে ছিলাম যে নিজের শরীরের দিকে খেয়াল করার সুযোগ হয়নি। আমরা আমাদের পরিবারকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড ভেবে নিয়েছি। ভেবেছি হাতে অনেক সময় আছে। আমরা কঠোর পরিশ্রম করে যাই, কিন্তু জীবনই যদি না থাকে তাহলে তার কী মানে? বেশ কিছুদিন ধরেই আমার আলস্য লাগছিল, ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। তারপরেও আমি কাজ চালিয়ে গিয়েছি। চেক আপে কোলস্টেরল ধরা পড়ে। আমার পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস রয়েছে, ফলে সেই কারণে আগাম চিকিৎসাও শুরু হয়েছিল।'

শ্রেয়স এদিন জানান, ডাক্তারি পরিভাষায় তিনি একপ্রকার মৃতই ছিলেন। এটা যেন তার দ্বিতীয় জীবন। তার জীবন বাঁচানোর জন্য যারা যারা সামান্য হলেও সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেককে শ্রেয়স তলপড়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' সিনেমা শুটিং শেষে বাড়ি এসেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন শ্রেয়স তলপড়ে। ১০ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার হৃদযন্ত্র।

তবে দ্রুত তাকে মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তার সফলভাবে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সম্পন্ন হয়।

মেয়ের জামাইকে জড়িয়ে ধরে কেন কাঁদেছিলেন আমির খান?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন সুপারস্টার আমির খানের মেয়ে আলাদা ইরা। ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের একটি সাত তারকা হোটেলে ফিটনেস কোচ নূপুর শেখরের সঙ্গে তার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নহয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের পোশাকের পরিবর্তে স্যান্ডো গেঞ্জি ও শর্টস পরে হাজির হয়েছিলেন নূপুর শেখর। তার এমন পোশাক সবাইকে চমকে দেয়। পরে রহস্য উন্মোচন করেন নূপুর নিজেই। তিনি জানান, ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে তার স্বপ্ন ছিল, বিয়ের পোশাকে নয়, জগিংয়ের পোশাকেই বিয়ে সারবেন। তাই টানা ৮ কিলোমিটার জগিং করে বিয়ের মঞ্চে হাজির হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে হাজির হতেই মেয়ের জামাইকে জরিয়ে ধরতে দেখা যায় শ্বশুর আমির খানকে। এসময় অভিনেতার চোখ কান্নায় ছলছল করছিল। মেয়ের বিয়ের দিন আমির খান এক ধরণের ট্র্যাডিশনাল পোশাক বেছে নিয়েছেন। তাকে একটি গোলাপি পাগড়িসহ সাদা শেরওয়ানি পরতে দেখা গেছে।

শিরোপা জিতে

ভবিষ্যৎ নিয়ে যে ইঙ্গিত এমবাপ্পের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন কোচ লুইস এনরিকের অধীনে পিএসজির লিগ কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোনটার শুরুই ভালো হয়নি। সময়ের সঙ্গে ধাক্কা সামলে লিগে শীর্ষে আছে প্যারিসিয়ানরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয়ও উঠেছে। এবার মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতেছে ফ্রান্স জায়ান্টরা। পার্ক দেস প্রিন্সেসে তুলুজের বিপক্ষে ২-০ গোলের সহজ জয় পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে-উসমান ডেম্বেলেরা। ওই জয়ে ট্রফি দেস চ্যাম্পিয়ন্স জিতেছে ফ্রান্সের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাবটি। প্রথমার্ধেই জোড়া গোলের লিড নেয় এনরিকের দল। ম্যাচের ৩ মিনিটে গোল করেন দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার লি ক্যাং ইন। ৪৪ মিনিটে দ্বিগুন করেন এমবাপ্পে। যা শোধ দিতে পারেনি তুলুজ।

দলবদলের দরজা খুলতেই আলোচনায় চলে আসা ফ্রান্সম্যান এমবাপ্পে শিরোপা জয়ের পর কথা বলেছেন। জানুয়ারির শীতকালীন দলবদলের মৌসুমে তিনি চাইলে পছন্দের ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করে রাখতে পারবেন। মৌসুম শেষে অর্থাৎ আগামী জুনে ফ্রি এজেন্টে ছাড়তে পারবেন প্যারিস। তবে টানা দুটি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা এমবাপ্পে জানিয়েছেন, এখন তার মাথায় পিএসজির হয়ে শিরোপা জেতা ছাড়া কিছুই নেই। গত মৌসুমের মতো শেষ সময়ে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করবেন নাকি এরই মধ্যে নতুন ঘর খুঁজে নিয়েছেন এমন প্রশ্নে এমবাপ্পে বলেন, 'ভবিষ্যত নিয়ে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলিনি। আমার কোন পছন্দও নেই। কী হতে যাচ্ছে আমি সত্যিই জানি না। এর আগেও (২০২২ সালে) মে'র আগে কিছুই জানতাম না। যদি ভবিষ্যত কী হবে জানতাম, তাহলে অপেক্ষা কেন? এটা ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আমার মনোযোগ এখন শিরোপা জেতায়। এরই মধ্যে আমরা একটা শিরোপা জিততে পেরেছি। আশা করছি, সামনে আরও অনেক শিরোপা আসবে।'

গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তির খুব কাছে ছিলেন এমবাপ্পে। এবারও লস ব্লাঙ্কোসরা আছে আলোচনায়। সঙ্গে তার চেলসি-আর্সেনাল-লিভারপুলে যাওয়ার গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তবে বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্সম্যান জানিয়েছেন, পিএসজির ড্রেসিংরুমে তার ক্লাব ছাড়া নিয়ে কোন আলোচনা নেই, 'ক্লাবের কারো মধ্যে আমার ক্লাব ছাড়া নিয়ে কোন কথাই হচ্ছে না। এটা নিয়ে কারো তেমন আগ্রহই নেই। সুতরাং এটা আলোচনার করার মতো কোন বিষয়ই নয়।'

ভারতের পিচ নিয়ে

আইসিসির নিরপেক্ষতা চান রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে বল হিসেবে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম টেস্ট্ ম্যাচ হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝে। কেপটাউনে মাত্র দেড় দিনে ১০৭ ওভারের ম্যাচটিতে ভারত ৭ উইকেটে জিতেছে। বুধবার টেস্টের প্রথম দিনেই পড়ে গিয়েছিল ২৩টি উইকেট। যা এখন ক্রিকেটাঙ্গনের বেশ আলোচিত বিষয়।

বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে এই পিচ নিয়ে কথা বলেছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। কেপটাউনের পিচ নিয়ে ক্ষিপ্ত তিনি।

রোহিতের দাবি, ভারতের পিচে বল প্রথম দিন থেকে স্পিন করলে অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু অন্য দেশে বল প্রথম দিন থেকে গতির স্বর্গ হয়ে উঠলে তখন কথা ওঠে না কেন? আইসিসিকে চোখ-কান খোলা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক।

কেপটাউনে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশন থেকেই বলের অসম বাউন্স, সুইং ও সিম মুভমেন্ট দেখা গেছে। যা ব্যাটসম্যানদের জন্য রীতিমতো 'বধ্যভূমি'তে পরিণত হয়। অতীতে ভারত নিজেদের মাটিতে স্পিনিং উইকেট তৈরি করে বেশ কয়েকবার সমালোচিত হয়েছিল। আড়াই-তিন দিনের মধ্যে খেলা শেষ হওয়া বেশ কয়েকটি টেস্টের পিচকে 'বাজে' আখ্যাও দেয় আইসিসি। সে সব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে ক্ষোভই ঝেড়েছেন রোহিত।

ভারত অধিনায়ক বলেন, এই টেস্টে কী হয়েছে আমরা সবাই দেখেছি। কীভাবে পিচ আচরণ করেছে তা-ও দেখা গেছে। এ ধরনের পিচে খেলতে আমার কোনো সমস্যা নেই। যতক্ষণ না ভারতের পিচ নিয়ে কেউ কোনো কথা বলা বন্ধ রাখছে।

রোহিতের সংযোজন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সবাই টেস্ট খেলতে আসে নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য। এখানে খেলা ভয়ঙ্কর, কঠিন এমনই বলা হয়। তা হলে ভারতে গেলেও খেলা কঠিন হতে পারে। দেখুন, আমরা টেস্ট খেলতে গিয়ে শুধু খেলাটা নিয়েই কথা বলি। টেস্ট ফরম্যাট নাকি সবার উপরে, এমন কথাও শোনা যায়। তাহলে সেই কথার পাশে দাঁড়ানোটাও দরকার।

ভারতের পিচের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, যদি টেস্ট খেলতে গেলে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলে এগিয়ে এসে সেটাকে সামলানোর দক্ষতা থাকা দরকার। ভারতেও সেটাই করতে হয়। কিন্তু আমি দেখেছি ভারতে প্রথম দিন থেকে বল ঘোরা শুরু করলেই লোকে বলতে শুরু করে, 'ধুলো ভরা পিচ, ধুলো ভরা পিচ'। দক্ষিণ আফ্রিকার এ ধরনের পিচেও তো অনেক খেলা হয়। মানুষের চোখে সেটা পড়ে না কেন?

গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের বেশ কিছু ম্যাচের পিচের মান ভালো হয়নি বলে জানিয়েছিল আইসিসি। এমনকি ফাইনালের পিচের রেটিংও গড়পড়তার নিচে বলে জানিয়েছিল তারা। এ প্রসঙ্গে রোহিত সমালোচনা করেছেন ম্যাচ রেফারিদেরও। তিনি বলেছেন, যেখানেই আপনারা যান না কেন, নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। বিশেষত ম্যাচ রেফারিদের। পিচের রেটিং কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে ম্যাচ রেফারিদের আরও নজর দেওয়া উচিত। এখনও বিশ্বাস হয় না যে বিশ্বকাপ ফাইনালের পিচের রেটিং গড়পড়তার নিচে ছিল। সেই ম্যাচে একজন ব্যাটার শতরান করেছে। তা হলে কী করে সেটা খারাপ পিচ হতে পারে?

রোহিত বলেন, আইসিসি এবং ম্যাচ রেফারিদের আমি বলতে চাই, আপনারা যা দেখছেন তার বিচারে পিচের রেটিং দিন। আশা করি তারা নিজেদের চোখ-কান খোলা রাখবেন এবং খেলার এই দিকটাও যত্ন নিয়ে দেখবেন। সত্যি বলতে, আমার কোনো পিচেই খেলতে সমস্যা নেই। আমরা বরং এই পিচে খেলা নিয়ে গর্ববোধ করি। কিন্তু বাকিদেরও নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের

পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কেপটাউনে দ্বিতীয় টেস্টে জয় পেয়েছে ভারত। এতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠে গেল রোহিত-কোহলিরা।

এর আগে, প্রোটিয়াদের কাছে সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে পরাজিত হওয়ার পরে ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের এক নম্বর থেকে এক ঝটকায় পাঁচ নম্বরে নেমে যায়। পরে স্লো ওভার-রেটের জন্য ভারতের পয়েন্ট কাটা যাওয়ায় ভারত আরও পিছিয়ে যায়। রোহিতরা পৌঁছে যায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের ছয় নম্বরে। তবে কেপটাউন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে হারানো সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছে ভারত।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী-এক ম্যাচ জিতলে ওই দলের নামের পাশে ১২ পয়েন্ট করে বসবে। সবমিলিয়ে ৪ ম্যাচে দুই জয় এবং একটি করে ড্র ও হার নিয়ে ২৬ পয়েন্ট পেয়েছে রোহিত শর্মার দল। শতাংশের (৫৪.১৬) হিসেবে তারা এগিয়ে থাকায় উঠে গেছে এক নম্বরে।

ফলে আগে শীর্ষে থাকা প্রোটিয়ারা দুইয়ে নেমে গেছে। ২ ম্যাচে একটি করে জয় ও হার নিয়ে আফ্রিকানদের নামের পাশে ১২ পয়েন্ট। যা শতাংশের বিচারে ৫০ ভাগ।

একইভাবে একধাপ করে পিছিয়ে তিনে নিউজিল্যান্ড, চারে অস্ট্রেলিয়া এবং পাঁচে নেমে গেছে বাংলাদেশ। কিউইরা ২ ম্যাচে পেয়েছে ৫০ শতাংশ পয়েন্ট। একটি করে জয় ও হার নিয়ে তাদের পয়েন্ট ১২। তিনে থাকা অস্ট্রেলিয়া ৭ ম্যাচে চার জয়, দুই হার এবং এক ড্র নিয়ে ৪২ পয়েন্ট পেয়েছে। তাদেরও পয়েনট ৫০ শতাংশ। কিউইদের মতো দুই ম্যাচে একটি করে জয় ও ড্র নিয়ে ১২ পয়েন্ট বাংলাদেশের।

টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে

যে আইন চায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরেই টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। আগামীতে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার ভিড়ে টেস্ট ক্রিকেট হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণার পর এই আলোচনা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কিউইদের বিপক্ষে ৭ নতুন মুখ নিয়ে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অপরদিকে দেশটির বড় তারকা ক্রিকেটাররা টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি এসএ২০ খেলার জন্য দেশেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে আগামীতে টেস্ট ক্রিকেটে আশঙ্কার 'অচলাবস্থা' কাটাতে নতুন কোনো কৌশল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে দীর্ঘ ফরম্যাটের খেলা নিয়ে উদ্বিগ্ন ক্রিকেট বিশ্লেষকদের।

টেস্ট ক্রিকেটকে শক্তিশালী করতে নতুন আইন করার কথা জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) প্রধান নির্বাহী নিক হকলি। তিনি জানিয়েছেন, আগামীতে টেস্ট সিরিজে সর্বনিম্ন তিনটি ম্যাচ রাখার কথা।

বর্তমানে আইসিসির বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশ সিরিজ আয়োজন করলে তাদের কমপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে হবে। এই নিয়ম সংশোধন করে, সেখানে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলাকে বাধ্যমূলক করার পরামর্শই দিয়েছেন হকলি।

অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় রেডিও স্টেশন 'সেন'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হকলি বলেন, 'কমপক্ষে তিন-ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আমরা এটিকেই সমর্থন করবো। আমি মনে করি, এফটিপি (ফিউচার ট্যুরস প্রোগ্রামস) তে এটি কার্যকর করা হবে। একইসাথে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গেও যুক্ত করা হবে এবং সর্বনিম্ন তিন-ম্যাচের টেস্ট সিরিজকে সমর্থন করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'তারপর সম্ভাব্য সর্বোত্তম যে কৌশল অবলম্বন করতে পারি, সেটি হলো- যে দেশগুলির জন্য ঘরোয়া টে-টোয়েন্টি ক্রিকেট আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, সেসব দেশগুলোর টেস্ট ক্রিকেটকে ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলার শিডিউলের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা। যেন প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক খেলায়, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দেয়।'

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট এটি বুঝতে পেরেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য এসএ২০ এর বড় প্রভাব রয়েছে। কারণ, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দেশটির আয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজও বাতিল করেছে।

হকলি আরও বলেন, 'এটি সকলের জন্য একটি সতর্ক বার্তা। তবে নতুন শিশু ও নতুন মানুষদের ক্রিকেটে নিয়ে আসার যে দক্ষতা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দেখিয়েছে, সেটিকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। তবে দুই ফরম্যাটের মধ্যেই পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হবে।'

হকলি আত্মবিশ্বাসী যে, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশগুলোও টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। তবে তিনিও স্বীকার করেন, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় টেস্ট ক্রিকেট সত্যিকার অর্থেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

শেষ মুহূর্তের গোলে

জিতে বছর শুরু বার্সেলোনার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল বার্সেলোনা। লাস পালমাসের ফরোয়ার্ড মুনির এল হাদাদি ম্যাচের ১২তম মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। তার এই গোল শোধ করতে বার্সেলোনার লেগে যায় ৫৩ মিনিট। মানে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময় পেয়েও আর সেই গোল পরিশোধ করতে পারেনি বার্সা।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে ৫৫তম মিনিটে গোলটি শোধ দেয় বার্সা। এরপর জয়ের জন্য বহুল আকাঙ্ক্ষিত গোলও পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ম্যাচের ইনজুরি সময় পর্যন্ত।

বার্সাকে হয়তো পয়েন্ট হারাতে হতো, যদি ৯১তম মিনিটে লাস পালমাসের ডিফেন্ডার ডেলি সিংকগ্রাবেন লালকার্ড না দেখতেন। ডেলি মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় লাস পালমাস। এর সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায় বার্সা।

ডেলি লালকার্ড দেখার পর ১ মিনিট পর পেনাল্টি এরিয়াতে ফাউল করে হলুদকার্ড দেখেন লাস পালমাসের কিরিয়ান রদ্রিগেজ। ফলে পেনাল্টি পেয়ে যায় বার্সা। অবশেষে ৯৩তম মিনিটে পেনাল্টিতে গোল করে ২-১ ব্যবধানে জয় পায় জাভির দল।

লাস পালমাসের ঘরের মাঠে বার্সেলোনার হয়ে প্রথম গোলটি করেন ফেরান লরেস। সার্জি রোবার্টোর অ্যাসিস্টে বক্সের মাঝখান থেকে ডান পায়ের দুর্দান্ত শটে স্বাগতিকদের জালে বল জড়ান তিনি।

ম্যাচে মোট ৭ বার হলুদকার্ড ও একবার লালকার্ড বের করেন রেফারি। এরমধ্যে ৫টি হলুদকার্ড ও একমাত্র লালকার্ডটি দেখেছে লাস পালমাস। অপরদিকে দুটি হলুদকার্ড দেখেছে বার্সা।

প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলে এক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে বার্সেলোনার। ১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয়স্থানে উঠে এসেছে তারা। টেবিলের শীর্ষে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের পয়েন্ট ৪৮। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জিরোনা।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগি গ্রিন

ফিরে পেলেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিদায়ী টেস্টের আগে নিজের ব্যাগি গ্রিন হারিয়ে ফেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। নিজের টেস্ট ক্রিকেটের 'শেষ সম্বল' হারিয়ে দারুণ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েন ওয়ার্নার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটি ফিরে পাওয়ার জন্য আকুতিও জানিয়েছেন এই অসি ওপেনার।

অবশেষে চারদিন পর আজ শুক্রবার হারিয়ে যাওয়া সেই ব্যাগি গ্রিন ফিরে পেলেন ওয়ার্নার। ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত ব্যাগি গ্রিন ফেরত পেয়ে ভীষণ খুশি ওয়ার্নার সেই খবরটিও জানালেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই।

ব্যাগি গ্রিনটি যে ব্যাকপ্যাকে ছিল, আজ সিডনির হোটেলে সেটির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে কীভাবে সেটি এখানে এসেছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ব্যাগি গ্রিন ফেরত পাওয়ার পর নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ওয়ার্নার। ভিডিওর সঙ্গে পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমি সবাইকে জানাতে পেরে খুব খুশি এবং স্বস্তি বোধ করছি যে, আমার ব্যাগি গ্রিনটি পাওয়া গেছে। যা একটি দুর্দান্ত খবর। সকলকে ধন্যবাদ এবং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কান্টাস (যে ফ্লাইটে ওয়ার্নার সিডনিতে এসেছিলেন সেই বিমান কোম্পানি) মালবাহী কোম্পানি, আমাদের হোটেল এবং টিম ম্যানেজমেন্ট আপনারদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবাইকে ধন্যবাদ।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এক মুখপাত্র বলেন, 'প্যাক করা ব্যাগটি অন্যান্য জিনিসের সাথে টিম হোটেলে পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার হারিয়ে (ব্যাগি গ্রিন) পর বিভিন্ন স্থানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখা খোঁজাখুজি করেও সেটি পাওয়া যায়নি।'

দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেন, 'ডেভিডের ক্যাপটি ফিরে পাওয়ার খবরটি দারুণ স্বস্তির। এটি খোঁজাখুজির সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সত্যিই আপনাদের কাজের প্রশংসা করি।'

এর আগে ব্যাগি গ্রিন হারিয়ে ওয়ার্নার জানিয়েছেন, কেউ যদি সেটি পেয়ে থাকেন বা নিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত দিলে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়বেন না। বরং ওয়ার্নারের আগে আরেকটি ক্যাপ আছে, সেটি তিনি দিয়ে দেবেন।

প্রতিটি ক্রিকেটারকে টেস্ট অভিষেকের দিন একটি ক্যাপ উপহার দেওয়া হয়। এটিই ব্যাগি গ্রিন নামে পরিচিত। প্রত্যেক ক্রিকেটারের কাছেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অনেক ক্রিকেটারই এটি অত্যন্ত যত্ন করে রাখেন। ওয়ার্নারও সেটি চাইছেন। যে কারণে এটি হারিয়ে ফেলে তা ফেরত পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের

সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ

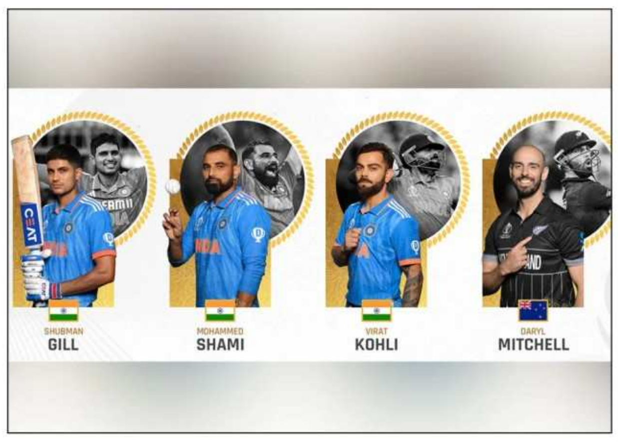

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩ বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। যেখানে জায়গা পেয়েছেন ভারতের শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, মোহাম্মদ শামি। তাদের তিনজনের সঙ্গে আছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল।

মনোনয়ন তালিকায় জায়গা পাওয়া চারজনের মধ্যে একজন বর্ষসেরার স্বীকৃতি পাবেন গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের প্যানেল, আইসিসি ভোটিং একাডেমি এবং সমর্থকদের ভোটে।

গত বছর ওয়ানডে ক্রিকেটে সময়টা দারুণ কেটেছে গিলের। ২৯ ম্যাচে ৬৩.৩৬ গড়ে ১ হাজার ৫৮৪ রান করেছেন ডানহাতি এই ওপেনার। গত বছর ৫টি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। তার মধ্যে একটি ছিল ডাবল সেঞ্চুরি।

২৭ ম্যাচে গত বছর ১ হাজার ৩৭৭ রান করেন বিরাট কোহলি, যার মধ্যে নভেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেই করেন ৯৫.৬২ গড়ে তিন সেঞ্চুরিসহ ৭৬৫ রান। যা বিশ্বকাপের এক আসরের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সংগ্রহের রেকর্ড। এই বিশ্বকাপেই কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে ৫০ সেঞ্চুরির মালিক হন তিনি।

বিশ্বকাপটা দুর্দান্ত কেটেছে শামিরও। মাত্র ১০.৭ গড়ে ২৪ উইকেট নিয়ে আসরের সেরা বোলার ছিলেন ডানহাতি এই পেসার। শুধু তা-ই নয়, সবচেয়ে কম ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপে ৫০ উইকেটের মালিক হন তিনি। অবশ্য বছরের শুরুর দিকে সময় খুব ভালো কাটেনি তার। তবে বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের পর ১৯ ম্যাচে ৪৩ উইকেট নিয়ে বছর শেষ করেন তিনি।

ভারতীয়দের বাইরে একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নেন মিচেল। নিউজিল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার ২৬ ম্যাচে ১ হাজার ২০৪ রানের পাশাপাশি শিকার করেছেন ৯ উইকেট। কিউইদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের খেলার পেছনে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। সেই আসরে ৬৯ গড়ে ৫৫২ রান আসে তার ব্যাট থেকে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR